সবুজ চাঁদে নীল জোছনা

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

কবির কথা

প্রায় প্রতি রাতে একটা চাঁদ জমে থাকে আমার আকাশে। ‘চাঁদ ওঠে’ না বলে ‘চাঁদ জমে থাকে’ বললাম কেন?

কারণ আছে।

আমার আকাশ বারো মাস কোজাগরী। চাঁদটা সারা বছরই সবুজ রঙের। পূর্ণচাঁদ, মায়াবি চাহনি। জোছনা ছড়ায় নীল রঙের। আমি চকোর পাখির মতো সেই নীল জোছনা পান করি। কখনো ইচ্ছে করেই সবুজ আর নীলে গোল বাঁধিয়ে দিই। আমি দেখি, উপভোগ করি, কবিতা লিখি। সেই কবিতাগুলো আপনি এখন পড়তে যাচ্ছেন।

আকণ্ঠ সবুজ পানে অভ্যস্ত কবি কেন নীলের সাথে সখ্য গড়েন? জানি না। উইলিয়াম কপারের কাছ থেকে একটা উত্তর ধার করতে পারি :

‘There is a pleasure in poetic pains, which only poets know.’

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
প/২০০৫, বিজয় ৭১ হল, ঢাবি
২৫.০১.২০১৮ ইসাব্দ

সূচিপত্র

প্রস্থানের পর	৯	৫১	বিলাপের তৃতীয় সূত্র
একটি হাসির ইতিবৃত্ত	১২	৫২	এপিসল-২
এপিসল-১	২০	৫৩	পিছুডাক
গল্প	২২	৫৪	যেখানে জীবন
কবিহীন কবিতা	২৩	৫৫	কান্নার দিন শেষ
নিবারণেচ্ছু	২৪	৫৮	কবিভাগ্য
সূর্যাস্তে সূর্যোদয়	২৫	৫৯	জন্মদিন
একটি সুতোর জন্যে	৩৭	৬০	নীরবতার দর্শন
তোমাকে চেনার দেনা	৩৮	৬১	জন্মভূমির প্রতি
মেঘের প্রতি	৪০	৬২	আমাকে খুঁজে নাও
ঘাসবন-কাব্য	৪১	৬৩	জ্ঞানের স্বাদ
আমার হৃদয়	৪৩	৬৫	বৃষ্টিমুখর দিন
অরণ্যে রোদন	৪৪	৬৭	প্রিয়তমা-কে
কে যেন ডাকে	৪৫	৬৯	ইবাদতগুজার বন্ধু-কে
সবুজ গম্বুজের ঠিকানায়	৪৯	৭১	খেসারত

প্রস্থানের পর

একেকবার মনে হয়, আমার প্রস্থানের পর
আঠাশ্রু বিসর্জনে কাঁদবে বাবলা গাছ
আঠায় আটকে গেলে রংধনু-পাখা
ব্যথায় কাতরাবে রাশভারী ফড়িং
অথচ তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে
পাশে থাকব না আমি—
কী আশ্চর্য!

শরতের আকাশে পালক ছড়াবে শাদা মেঘের হাঁস
ঝরা পালকের শিষে ভরে পাকাজামের কালি
কবিতা লেখা হবে না আর—
এ কী ভাবা যায়, বলো!

আষাঢ়ের একাদশী রাত
আকাশ ভেঙ্গে নামবে অশ্রান্ত বৃষ্টি
আর বৃষ্টিশেষের হাওয়া গায়ে মাখার জন্যে
পৃথিবীতে আমি থাকব না—
ভাবতেই অবাক লাগে।
এমন যদি হতো—
আমার প্রস্থানের পর কুঁড়ি মেলবে না দোপাটি ফুল
জারুলের বৃতি থেকে ঝরে যাবে কোমল পাপড়ি
একজন অনাহূত আগন্তুকের বিদায়ে
শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করবে নিশ্চুপ ডাহুক, আর
সাড়া দিয়ে ডাকে তার—
জোনাক পোকা নেবে না ভেজা বকুলের ঘ্রাণ
সোনালু ফুলের গাছে ঝুলবে না কোনো হলুদ লণ্ঠন!
না, তা হবে না
আমার না-থাকা জুড়ে সবই থাকবে।

প্রতিদিন ভোর হবে ঠিক ঠিক
উঠোনের ধুলো উড়িয়ে নেবে বাউকুমটা বাতাস
মায়ের গলা ধরে ঝুলবে মক্তব-ফেরত শিশু
কদমছায়ায় বেলফুলের মালা গাঁথবে বিভোল কিশোরী–
সময়ের পলিদ্বীপে উপচে পড়বে বহতা প্রাণের কল্লোল–
অথচ এই আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবী আমার থাকবে না
অথচ এই জীবনের কোলাহলে থাকব না আমি,
কী আশ্চর্য!

প্রতিদিন দুপুর হবে, সন্ধ্যা নামবে
জীবনের মাহফিলে ভিড় জমবে আগের মতোই–
মাধবী ফুলের গুচ্ছ ঘিরে মৌমাছিদের গান
শালবনের কোলঘেঁষা সঙ্গীতমুখর নদী
বাতাবি নেবুর গাছে জড়ানো আষাঢ়ী লতা
দিঘির ঘাটে লেপটে থাকা নিরীহ শামুক–
সব থাকবে–
শুধু আমি থাকব না, কী আশ্চর্য!

প্রতিদিন রাত আসবে
পুকুরের জলে নাচবে অতিথি জোছনা
আমড়াগাছের শাখায় ঝুলবে বাদুরের পাখা
মধ্যরাতের মাতাল হাওয়া ভাঙিয়ে দেবে শিউলি ফুলের ঘুম–
অথচ আমার ঘুম ভাঙবে না, কী আশ্চর্য!

০৭.০৯.২০১৮ ॥ রাত ২.৫৯টা
প/২০০৫ কক্ষের ব্যালকনি, বিজয় একাত্তর হল

গল্প

জাবাল-আত-তারিকের সুউচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে
অথবা সিন্ধু নদের অববাহিকায় উপনীত হয়ে
আল-আকসার ধূসর গম্বুজে চোখ রেখে
আমি তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি
পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ গল্প :

একদা আমাদের শরীরে মেরুদণ্ড ছিল।

১৯.০২.২০১৮
বাঁধন অফিস, বিজয় একাত্তর হল

নিবারণেচ্ছু

সমুদ্রের তৃষ্ণা পেয়েছে
তাকে জলপান করানোর জন্যে
একজন কবি ছাড়া কেউ নেই এখানে।

১৭.১২.২০১৮ ॥ দুপুর ১.১০টা
হক মঞ্জিল, কাজির দেউড়ি, চট্টগ্রাম

একটি সুতোর জন্যে

আজন্ম শুনে এসেছি, রূপকথার বুড়ি, তুমি
চাঁদের কোলে বসে চরকা ঘোরাও
অথচ একটা সুতোর যোগান দিতে পারোনি আজতক!

ফেরবার ভরা তিথিতে পঞ্চদশী চাঁদ
পৃথিবীর কাছে পাঠাবে যখন পূর্ণিমার আলো
জ্যোৎস্নার খোপায় তুমি গুঁজে দিও একপ্রস্থ সুতো;
হৃদয়ের ছিন্নপ্রায় মসলিনে
একটা কবিতা আমি গেঁথে নেব
চান্নিপসর রাতের কাঁধে মাথা রেখে।

২৭.০৬.২০১৮ ॥ মধ্যরাত
শাকুর মঞ্জিল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

তোমাকে চেনার দেনা

সোনার বরন রোদ হেসে যায় কার্তিকে ধানখেতে
ধানের শিষেরা কোলাহল করে রোদের নাগাল পেতে
তোমার প্রকৃতি, আমার প্রতীতি – মধ্যে থাকে না খাদ
এই রোদ হাসি, কোলাহল, সব করে ফেলি অনুবাদ
মিটে না কেবল তোমার ধ্রুপদী আলো-কে বোঝার দেনা
কত অচেনাই চেনা হয়ে গেলো, তোমাকে হলো না চেনা!

শ্রাবণের ঝুম বৃষ্টির পর নিঝুম রাতের কোলে
পিঠাপিঠি বোন কদম-বকুল সুখের আবেশে দোলে
কদমের হাসি, বকুলের ঘ্রাণ কানে কানে কথা কয়
সেই হাসি আর ঘ্রাণের ভাষাও আমার অজানা নয়
জানি কোন সুর তোলে হিন্দোল কামিনী হাসনাহেনা
সব জানি আমি, সব চিনি, শুধু তোমাকে হলো না চেনা।

শুকনো পাতায় কার মরমের মর্মর ধ্বনি বাজে
লজ্জাবতীর সংকোচ থাকে হৃদয়ের কোন ভাঁজে
আকাশের কাছে, না নদীর কাছেই গাঙচিল বেশি ঋণী?
ঋণের কিস্তি কে করে উশুল, আমি তো তাকেও চিনি
সবুজের দামে একমুঠো নীল কার কাছে যায় কেনা–
একে একে সব চিনলাম, শুধু তোমাকে হলো না চেনা!

পানকৌড়িটা কোন অভিমানে ডুব দেয় টুপ করে
জলপাই বনে দখিনা বাতাস থেমে যায় চুপ করে
কতটা বিষাদ বয়ে চলে রোজ হলদে পাখির ডানা
মেঘফুলে কেন পাপড়ি ছিঁড়েছে, সেটাও আমার জানা
মুক্তোকে কেন করেনি বরণ ঘাসফুল আর বেনা–
তাও তো আমার জানা হলো, শুধু তোমাকে হলো না চেনা।

বাবুই পাখির বাসাও আমাকে দেয় শিল্পের পাঠ
জানি ঝাউবনে বসবে কখন জোনাক পোকার হাট
রোজ রাতে আমি তারার সভায় সভাসদ হয়ে যাই
ক্ষয়ে যেতে যেতে চাঁদ বলে যায় কী, তাও শুনতে পাই
চাঁদের সঙ্গে কী কথা বলেছে নীল সাগরের ফেনা–
সব জানি আমি, সব চিনি, শুধু তোমাকে হলো না চেনা।

১২/০৯/২০১৮ ॥ সকাল ৬.২৩টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

আমার হৃদয়

আমার হৃদয় একটি চতুর্ভুজ
এই চতুর্ভুজের চারটি বাহু :
আবু বকরের জুহদ
উমারের জিহাদ
উসমানের হিলম
আলির ইলম।

২৪.০৪.২০১৮ ॥ বিকাল ৩টা
বাঙলাদেশ বেতার ভবন